মুক্তির মন্ত্র

(সামাজিক নাটক)

শ্রীসুরেশচন্দ্র দে প্রণীত

জুপিটার সিনেমা এণ্ড ভ্যারাইটী প্যালেসে
অভিনীত।

প্রথম অভিনয়-রজনী—
শনিবার, ২১শে এপ্রিল, ১৯৩৪ সাল।

ডায়মণ্ড লাইব্রেরী—
১০৫ নং অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।
শ্রীকানাইলাল শীল কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

সন ১৩৪১ সাল।

PRINTED BY K. L. MAITY. AT THE
"PONCHANON PRESS"
25/3 Taruck Chatterjee Lane,
CALCUTTA.

উৎসর্গ

পূজ্যপাদ পিতৃদেব

৺রামদাস দে

মহাশয়ের

পুণ্যময় আত্মার উদ্দেশে

"মুক্তির মন্ত্র"

শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পিত হইল।

কুশীলবগণ।

পুরুষ।

ঘনশ্যাম	...	...	বেলুড় নিবাসী গৃহস্থ ব্যক্তি।
প্রবোধ	...	...	ঐ জামাতা।
কালীকান্ত	...	...	কুসীদজীবি কৃপণ।
গৌরহরি	...	...	ঐ বিকলাঙ্গ পুত্র।
মতিলাল	...	...	গৌরের মোসাহেব।
অবিনাশ	...	...	দালাল।
উপেন্দ্র	...	...	প্রবোধের প্রতিবেশী।
মিঃ লাহিড়ী	...	...	সি, আই, ডি অফিসার।

ঘনশ্যামের প্রতিবেশী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, ইন্সপেক্টর, জমাদার,
কনষ্টেবলগণ, বৈষ্ণব ইত্যাদি।

স্ত্রী।

কমলা	...	...	প্রবোধের স্ত্রী।
বিমলা	...	...	কমলার জ্যেষ্ঠা ভগ্নী।
নিস্তারিণী	...	...	কালীকান্তের স্ত্রী।
কিরণ ও পান্না	...	...	বারাঙ্গনাদ্বয়।

কমলার প্রতিবেশিনী যুবতীগণ, বৈষ্ণবী ইত্যাদি।

সংগঠনকারীগণ ঃ

স্বত্বাধিকারী—মৌলভী মহম্মদ আবদুল আজিম।

প্রযোজক—শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র দে।

মঞ্চাধ্যক্ষ—শ্রীযুক্ত জলধর ভট্টাচার্য্য।

অভিনেতৃবৃন্দ ঃ

ঘনশ্যাম—শ্রীযুক্ত পঞ্চানন ঘোষ।

প্রবোধ—শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

কালীকান্ত—শ্রীযুক্ত বিনয়কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়।

গৌরহরি—শ্রীযুক্ত তুলসীচরণ ঘোষ।

মতিলাল—শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ পাল।

অবিনাশ—শ্রীযুক্ত ননিলাল চট্টোপাধ্যায়।

উপেন্দ্র—শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র দে।

মিঃ লাহিড়ী—শ্রীযুক্ত গৌরীকান্ত মুখোপাধ্যায়।

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ—শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার সেন।

ইন্সপেক্টর—শ্রীযুক্ত বটকৃষ্ণ ঘোষ।

বৈষ্ণব—শ্রীযুক্ত গোরাচাঁদ অধিকারী।

কমলা—শ্রীমতী সরসীবালা।

বিমলা—শ্রীমতী অম্বালিকা।

নিস্তারিণী—শ্রীমতী সুশীলাসুন্দরী।

কিরণ—শ্রীমতী আঙ্গুরবালা (কালো)।

পান্না—শ্রীমতী রাধারাণী (খেঁদি)।

বৈষ্ণবী—শ্রীমতী আশালতা।

যুবতীগণ—শ্রীমতী সত্যবালা, আশালতা, ইত্যাদি।

মুক্তির মন্ত্র

প্রথম দৃশ্য।

কালীকান্তের বহির্কক্ষ।

একটি বক্স-হারমনিয়ম বাজাইয়া একচক্ষুহীন ও একপদ খঞ্জ গৌরহরি সঙ্গীতচর্চ্চা করিতেছিল।

গীত।

তোমার কাজল চোখে কেন বাদলধারা।
কেন আকুল পরাণ হেন পাগলপারা॥
ত্যজ লো মানিনী এ অভিমান,
বুকে যে বাজে বিষের বাণ,
তুমি আমার প্রাণের প্রাণ, জানি না তোমা ছাড়া॥

দেখ্‌তে দেখ্‌তে ছ' সাতখানা পুঁজি হ'লো। মাইফেলের মজ্‌লিসে ব'সে এখন আর কোনো শালীর কাছে ঠক্‌ছি না বাবা! লপেটি গান আমিও দু'চারখানা ছাড়্‌বো।

[নেপথ্যে মতিলাল। "গৌরবাবু! গৌরবাবু!"]

গৌরহরি। আছি হে আছি, ঘরের ভেতর এস।

মতিলালের প্রবেশ।

গৌরহরি। কি খবর হে?

মতিলাল। I is Motilal গৌরবাবু! My no pair—জোড়া নেই বাবা, জোড়া নেই। চারে Come, এখন শুধু টোপটি Catch করাতে পার্‌লেই বাজীমাৎ!

গৌরহরি। কার কথা বল্‌ছিস? সেদিন যাকে মটর থেকে নাম্‌তে দেখেছিলুম? পাকা কথা, না ধাপ্পা দিচ্ছিস্?

মতিলাল। Ripe, Ripe, একেবারে পাকা।

গৌরহরি। নীরো বেটীর মতন কাণা-খোঁড়া ব'লে যা'চ্ছে-তাই ক'রে তাড়া দেবে না তো?

মতিলাল। রাম কহ! সে বেটী Little man—ছোট লোক। এর ভদ্রতা কি! খাতির যত্ন কি!

গৌরহরি। রাজী হয়েছে?

মতিলাল। Silver-Moon বাবা, Silver-Moon! রূপচাঁদের লোভ বড় লোভ। টাকায় কি না হয়? কাণা-খোঁড়া, বোবা-কালা All right very good হ'য়ে যায়। তবে আপনার সঙ্গে ভাল রকম পোট্‌-সোট্‌ না হওয়া পর্য্যন্ত উপস্থিত সে যে বাবুটির কাছে Mortgage আছে, তাকে ছাড়্‌তে পার্‌বে না। আপাততঃ দিন কতক Privateএ —Privateএ, বুঝ্‌লেন?

গৌরহরি। যে ভাবে হয়, একবার জমি নিতে পার্‌লে আর হটায় কোন্ শালা? আমার বাবার সিন্দুকভর্ত্তি টাকা কার জন্য? সব আমার—আমার জন্য।

মতিলাল। তা-বৈকি! You big man—মস্ত বড় লোক আপনি, আপনার টাকার অভাব? মেয়েমানুষটা কিন্তু বায়না ধ'রে বসেছে, প্রথমেই Two hundred rupees না পেলে আপনার সঙ্গে Speakটী not! আমিও এককথায় রাজী হ'য়ে এসেছি। ভাল করিনি?

গৌরহরি। ঠিক্ করেছ; দর কশাকশি কর্‌লে কি ইজ্জৎ থাকে! তুমি এখন এস, আমি শ' পাঁচেক টাকা আদায়ের চেষ্টা দেখি। মতিলাল! কি চিজ্‌ই দেখোছ; যদি পাইয়ে দিতে পারিস্—

[উভয়ের প্রস্থান।

হুঁকাহস্তে আটহাতি ধূতিপরিহিত কালীকান্ত, তৎপশ্চাৎ প্রতিবেশী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের প্রবেশ।

বৃ-ব্রাহ্মণ। গরীব ব্রাহ্মণকে দয়া করুন, ভগবান আপনার মঙ্গল করবেন। মাত্র দশটী টাকা কর্জ্জ ক'রে ক্রমান্বয়ে আপনাকে ষাট টাকা সুদ গুণেছি।

কালীকান্ত। তবে তো আমার মাথা কিনে ব'সে আছ হে! টাকা ধার নিলেই সুদ দিতে হয়। বিনা সুদে কোন্ বেটা ঘরের টাকা পরের হাতে তুলে দেয় হে?

বৃ-ব্রাহ্মণ। ভিক্ষে-শিক্ষে ক'রে আপনার আসল টাকাটা সংগ্রহ ক'রে এনেছি; এই নিয়েই আমায় রেহাই দিয়ে আমার বাড়ী থেকে শীলপেয়াদা উঠিয়ে নিন্!

কালীকান্ত। সুদ আর খরচার টাকাগুলো মাঠে মারা যাবে, কেমন? তোমার ও মায়া-কান্নায় আমার পেট ভরবে না ঠাকুর্! মায় খরচা ১৬৷৷৵০ আনার ডিক্রি, তার ওপর শীলের খরচা, এর এক আধ্‌লা কম নেবো না।

বৃ ব্রাহ্মণ। আর যে আমার কোনও উপায় নাই মশায়! ব্রাহ্মণ আমি—আপনার হাতে ধর্‌ছি, আমায় দয়া করুন।

কালীকান্ত। যাও—যাও ঠাকুর, বাজে বকিয়ে আমার মাথা খারাপ ক'রো না। টাকা দিতে হয় আদালতে জমা দাও গে, না

দিতে হয় না দাও গে; আমার কাছে বারদিগর ঘ্যান্-ঘ্যান্ করতে এসো না।

বৃ-ব্রাহ্মণ। হা ভগবান! ছেলে পরিবারের হাত ধ'রে আমায় রাস্তায় দাঁড়াতে হ'লো!

[প্রস্থান।

কালীকান্ত। বজ্জাতি! বজ্জাতি! মৎলব এঁটেছে, দেবে না। আচ্ছা, এইবার চাপ দিয়েছি—বাপ বলে কি না তাই দেখি!

গলদেশে রজ্জুবদ্ধ গৌরহরি ও তৎপশ্চাৎ
নিস্তারিণীর প্রবেশ।

গৌরহরি। [পড়িয়া গিয়া হাত-পা ছুড়িতে লাগিল।]

নিস্তারিণী। ওগো! আমার কি সর্ব্বনাশ হ'লো গো! আমার বুকের ধন গৌরহরি বুঝি জন্মের মতন আমায় ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে যায় গো!

কালীকান্ত। আ মর্ মাগী! অমন ক'রে চেঁচাচ্ছিস্ কেন? তুই বেটাই বা দড়িছেঁড়া দাম্ড়াটার মতন এসে দুম্ ক'রে পড়্লি কেন?

গৌরহরি। [কাতরকণ্ঠে] ও মা, যাই গো!

নিস্তারিণী। চোখখেকো ড্যাক্‌রা মিন্সে! হাঁ ক'রে দেখ্‌ছো কি? বাছা যে আমার নেতিয়ে পড়্লো গো! ওগো, আমার কি হবে গো!

কালীকান্ত। ভয় নেই গিন্নী, ভয় নেই; তোমার গুণধর গৌরহরি মার্কণ্ডের আয়ু নিয়ে জন্মেছে। গলায় দড়ি কি অমন ক'রে দেয়? ও যে গোয়ালের গরুর গলায় দড়ি বাঁধা হয়েছে।

নিস্তারিণী। ওগো তুমি কি কসাই গো! এমন চণ্ডালের হাতে

আমি পড়েছিলুম গো! ওরে আমার গৌরহরি রে! ওরে বাপ আমার রে!

কালীকান্ত। [ব্যাঙ্গভরে] রে-রে-রে-রে! [গৌরহরির গলার দড়ি খুলিতে লাগিল ও নিস্তারিণী জল আনিতে ছুটিল।] ওঠ্ হারামজাদা পাজী নচ্ছার কোথাকার!

গৌরহরি। মা গো!

নিস্তারিণীর জল লইয়া পুনঃ প্রবেশ।

নিস্তারিণী। [গৌরহরির মুখে চোখে জল দিতে দিতে] ওগো, ডাক্তার—ডাক্তার—শীগ্‌গির ডাক্তার নিয়ে এস! বাছা যে আমার চোখ মিলে চায় না গো! ওগো, আমার গৌরহরি বুঝি আমায় ফাঁকি দিয়ে চ'লে গেল গো! [ক্রন্দন]

গৌরহরি। মা গো, এ যাত্রায় তোমরা আমায় বাঁচিয়ে তুল্লেও আমি মর্‌বো; এ প্রাণ আমি আর রাখ্‌বো না।

নিস্তারিণী। বালাই! ষাট! অমন কথা ব'লো না বাবা! কর্ত্তা তোমায় টাকা দেয়নি ব'লে কি এমন রাগ কর্‌তে হয় বাবা! টাকা যে ওর শয়ে দিতে হবে! তুচ্ছ পাঁচশো টাকা আগে, না ছেলে আগে? তুই স্যাক্‌রা ডাকিস্, আমি আমার গায়ের গহনা বেচে তোকে টাকা দেবো।

[গৌরকে ধরিয়া লইয়া প্রস্থান।

কালীকান্ত। ওরে আমার সর্ব্বনাশ করিস্‌ নি, আমার গলায় পা দিয়ে মারিস্‌ নি! হায়-হায়-হায়! পাঁচ পাঁচশো টাকা!

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

বেলুড়—ষ্টেশন-সান্নিধ্য পথ।

ছিন্ন-ভিন্নবেশে ক্ষুধা-তৃষ্ণাকাতর
উপেন্দ্রের প্রবেশ।

উপেন্দ্র। চাকরী! চাকরী! চাকরী! ঘরের আসবাব, ঘটি-বাটি জামা-কাপড় যা কিছু ছিল, চাকরীর উমেদারী ক'র্তে ক'র্তেই সব গেল; বাকী আছে প্রাণটুকু, তাও বুঝি আর বাঁচে না! বৃথাই B, A, পাশ করেছিলুম! এই Graduate উপেন ঘোষের জীবনের চেয়েও একটা কুলীর জীবনেরও কিছু মুল্য আছে। [উপবেশন]

প্রবোধের প্রবেশ।

প্রবোধ। [স্বগত] লোকটাকে যেন চেনা-চেনা ব'লে বোধ হ'চ্ছে যে! [উপেন্দ্রের মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া দেখিতে লাগিলেন।]

উপেন্দ্র। চিনেও চিনে উঠ্‌তে পার্‌ছো না, কেমন? চেন্‌বার চেহারা কি আর আছে ভাই?

প্রবোধ। তোমার এমন দশা কেন উপেন দা?

উপেন্দ্র। চাকরীর জন্য সবুর স'য়ে স'য়ে এই মেওয়া ফলেছে। এই বেলুড়ের একটী ভদ্রলোক E. I. R. Head officeএ চাকরী ক'রে দেবার আশা দিয়েছিলেন, তাই আজ ছুটীর দিনে তাঁর সঙ্গে দেখা ক'র্‌তে এসেছিলুম।

প্রবোধ। কোনো উপায় হ'লো?

উপেন্দ্র। কিছু না, কেবল রাস্তা হাঁটাই সার হ'লো। তুই এখানে কেন প্রবোধ?

প্রবোধ। ওই বাগানটার ধারে যে লাল রঙের বাড়ী দেখ্‌ছ, ওটী আমার শ্বশুরালয়। এস না, ওখানে কিছু জলযোগ ক'রে খানিক বিশ্রামের পর যাবে।

উপেন্দ্র। Thank you for your kind offer. কিছু মনে করিস্‌নি ভাই, তোর শ্বশুরবাড়ী ব'লেই যাবো না। দেশের বাড়ী ঘর দোর বেচে ক'ল্‌কাতায় এসেছি প্রায় দশ বৎসর; এতাবৎ তুই আমার খোঁজ খবর নিস্‌নি বটে, কিন্তু আমি তোর সব সংবাদ রাখি। বিবাহিতা স্ত্রীকে তাঁর বাপের বাড়ীতে ফেলে রেখেছিস্‌, ক'ল্‌কাতার এক বেশ্যার প্রেমে উন্মত্ত হ'য়ে আছিস্‌, সব খবর যে আমি জানি।

প্রবোধ। উপেন দা! তুমি আমার চেয়ে বয়সে বড় হ'লেও ছেলেবেলা থেকে তোমার সঙ্গে সমবয়সীর মত ইয়ারকি দিয়েই এসেছি। তুমি তো জান দাদা, Fashion, Novelty, Romance ইত্যাদির ওপর আমার চিরকেলে ঝোঁক! পাঁড়াগায়ের একটা অশিক্ষিতা Dirty স্ত্রীলোকের সঙ্গে আমার প্রণয় হওয়া যে অসম্ভব!

উপেন্দ্র। সুতরাং শ্বশুরালয়ে তোর আদরের মাত্রা যে কতখানি, তা তো আমি বুঝি! সে আদরের ভাগ নিতে গিয়ে কি পাবো বল্‌? প্রবোধ ভায়া! নিজের ভিটেয় বাস করা আর ভাড়াটে বাড়ীতে বাস করায় কতটা প্রভেদ, বল্‌ দেখি? প্রণয় প্রাণের জিনিষ, নিঃস্বার্থভাবে আত্মদানের নাম ভালবাসা; সে ভালবাসা দিতে পারে এক বিবাহিতা স্ত্রী। রূপ-যৌবন ভাড়ায় খাটানো যাদের উপজীবিকা, তাদের সাধ্য কি যে তারা সে ভালবাসা কাকেও দেয়!

প্রবোধ। তোমার Lecture এখন থামাও তো উপেন দা'! এস—ষ্টেশনের ধারে খাবারের দোকানে ব'সে কিছু খাবে এস।

উপেন্দ্র। Thank again for your second offer! ভাই রে, খাবার আমার মুখে উঠ্‌বে না। আমার স্ত্রী, ছ'বছরের একটী ছেলে, চার বছরের একটি মেয়ে আজ দু'দিন উপবাসী।

প্রবোধ। তাই তো দাদা, আমার কাছে তো তেমন কিছু নাই; এই দশ টাকার নোটখানা তুমি নিয়ে যাও।

উপেন্দ্র। Many thanks for your third offer! পকেটেই তুলে রাখ ভায়া! ভিক্ষেয় কারও দুঃখ ঘোচে না—আর সাঁঝেক্ খেলেও কারও মাসেক চলে না।

প্রবোধ। তুমি ভিক্ষের কথা তুল্‌ছো কেন উপেন দা'? আমি না তোমার ছোট ভাইয়ের মতন?

উপেন্দ্র। ভাইয়ের মতন কেন প্রবোধ? তুই আমার মার পেটেরই ভাই; কিন্তু—কিন্তু—আচ্ছা, তোর টাকা নিতে পারি, তুই স্বীকার কর্—আমায় ধার দিলি? Promise কর্—তুই ফেরৎ নিবি?

প্রবোধ। আচ্ছা দাদা, তাই হবে—তাই হবে। [টাকা দিল।] শোনো,—তোমার নিমন্ত্রণ রইলো, তুমি একদিন আমার ওখানে যাবে, আমার বিবির গান শুনিয়ে তোমার প্রাণ ঠাণ্ডা ক'রে দেবো। ঠিকানাটা Note ক'রে নাও।

উপেন্দ্র। Note কর্‌তে হবে না, সে নরক আমি চিনি,—রাস্তায় চল্‌তে ফির্‌তে কতদিন তোমায় সে দরজায় ঢুক্‌তে বেরুতে দেখেছি।

প্রবোধ। নরক কি স্বর্গ, সেখানে গিয়ে তারপর ব'লো।

[প্রস্থান।

উপেন্দ্র। হায় রে দশ টাকার নোট! বই কিন্‌তে, কলেজের

মাইনে গুণ্‌তে এমন কত দশ টাকা কোথায় উড়ে গেছে। যাক্‌, টাকা কটা এইবার একটা খুব বড় কাজে লাগাবো। চাকরীর মাথায় মারো বিশ পয়জার! পানের দোকান খুলে বস্‌বো। ভগবান! বাড়ী ফিরে গিয়ে স্ত্রী পুত্র কন্যাকে জীবিত দেখ্‌তে পেলে আমি তোমায় প্রাণ খুলে ধন্যবাদ দেবো!

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

ঘনশ্যামের বাটীসংলগ্ন পুকুরঘাট।

ঘাটের সিঁড়ির উপর উপবিষ্টা কমলা।

কমলা। শুনেছি স্ত্রীর চোখের জল পড়্‌লে তার স্বামীর অকল্যাণ হয়। নারায়ণ! আমার চোখের জল শুকিয়ে দাও, তাঁর কথা ভাব্‌লে যেন আমার কান্না না পায়; তিনি যেভাবে যেখানেই থাকুন, তাঁর পায়ে যেন কাঁটাটি পর্য্যন্ত না ফোটে!

কলসীকক্ষে প্রতিবেশিনী যুবতীগণের প্রবেশ।

১ম যুবতী। দেখ্‌ছিস্‌ লো সরি! কমলা কেমন তন্ময় হ'য়ে ধ্যানে ব'সে আছে?

২য় যুবতী। থাক্‌বে না ভাই! ওর যে কি দুঃখ, তা ভগবান ছাড়া কে বুঝবে বল্‌? সোমত্ত বয়েস, বর একবার খোঁজ-খবর পর্য্যন্ত নেয় না। আমি একবার ঝগড়া ক'রে তিন মাস বাপের বাড়ী গিয়ে-

ছিলুম; রোজ মনে কর্‌তুম, একবার আমায় নিতে এলে হয়,—হাজার অন্যায় হ'লেও আর কখনও রাগ ক'রে চ'লে আস্‌বো না।

৩য় যুবতী। তুই তো তবু তিন মাস ছিলি লো, আমি হ'লে তিন-দিনও বোধ হয় থাক্‌তে পার্‌তুম না।

৪র্থ যুবতী। কমলার মনটা এখন কেমন হ'চ্ছে জানিস্? ওই যে কাল আমাদের অমিয় দিদি যে গানটা গাইছিল লো!

সকলে। ঠিক্—ঠিক্—ঠিক্ সেই রকম।

গীত।

মনের আগুন জ্ব'ল্‌ছে দ্বিগুণ
ফাগুনের এ চাঁদ্‌নী রাতে।
চারিদিকে হাসির রাশি,
বাদল আমার আঁখিপাতে॥
মাতাল বাতাস ফুলের নেশায়,
হুতাশ হুতাশ আমার হিয়ায়,
মত্ত অলি মধুপানে
কুজে কোয়েল ফুলশাখাতে;
আমার প্রাণের এ বেদনা
ব্যাথার ব্যথী নাই জানাতে॥

কমলা। আহা-হা! তোরা যেন আমাকে কি পেয়েছিস্! দেখা হ'লেই শুধু ওই কথা,—জ্বালাতন!

দূরে প্রবোধের প্রবেশ।

প্রবোধ। পুকুরঘাটে অনেকগুলি স্ত্রীলোক; ওদিক্ দিয়ে যাই বা কি ক'রে, আর ডাকিই বা কাকে?

১ম যুবতী। ওলো—একটা মিন্সে এই দিকে আস্‌ছে বুঝি !

২য় যুবতী। মুখে আগুন তোর ! চিন্‌তে পাচ্ছিস্ নি ? উনি যে কমলার বর লো !

৩য় যুবতী। তাই তো লো, মেঘ না চাইতেই জল !

কমলা। [স্বগত] তাই তো, হঠাৎ আজ এমন সময়—

[ঘোম্‌টা টানিয়া বাটীর মধ্যে প্রস্থান।

[যুবতীগণ শশব্যস্তে জল লইয়া চলিয়া গেলে প্রবোধ ঘাটের সিঁড়িতে উপবেশন করিল।]

প্রবোধ। দেড় গজ ঘোম্‌টা টেনে উঠে গেলেন বোধ হয় আমার তিনি। কি Dirty কি Cadeverous এই পাড়াগাঁয়ের মেয়ে। Decencyর কোনো ধারই ধারে না।

বিমলার প্রবেশ।

বিমলা। এখন বুঝেছি যে, আমার এই সৌভাগ্যটা হবে ব'লেই তিনি আজ আমায় এখানে রেখে গেলেন ; তবু ভাল যে তোমার দর্শন পেলুম।

প্রবোধ। নমস্কার দিদিমণি! ভাল আছেন ?

বিমলা। তুমি ভাল তো ?

প্রবোধ। আপনাদের আশীর্ব্বাদে শারীরিক ভালই আছি।

বিমলা। পুকুরঘাটে বস্‌লে কেন ভাই ? বাড়ীর ভেতর চল। "মেঘ দরশনে হায় যথা চাতকিনী" তোমার দর্শনে আজ আমরা তোমার গিন্নীর মুখে তবু একটু হাসি দেখ্‌লুম। চল, তার সঙ্গে—

প্রবোধ। এর মধ্যেই আর একদিন আস্‌বো। একটা বিশেষ কাজে আজ—। এখানটীতে বেশ হাওয়া বইছে, ব'সে বেশ আনন্দ পাচ্ছি।

ঘনশ্যামের প্রবেশ।

প্রবোধ। নমস্কার! ভাল আছেন?

ঘনশ্যাম। আর ভাল বাবাজী, যেতে পার্‌লেই ভাল! এস—বাড়ীর ভেতর এস।

প্রবোধ। এখানকার হাওয়াটা ভালই লাগ্‌ছে। আমি একটা বিশেষ জরুরী কাজে—

ঘনশ্যাম। চল বাবা, বাড়ীর ভেতরেই কথাবার্ত্তা হবে।

প্রবোধ। সে কাজের জন্য আমার অনেক কিছু ক্ষতি হ'চ্ছে।

ঘনশ্যাম। সবই শুন্‌ছি বাবাজী, ঘরে চল না!

প্রবোধ। আমার কয়লার Businessটা একেবারে উঠে যাবার মতই হয়েছে; এই বাজারে সেটাকে বাঁচাতে হ'লে—

ঘনশ্যাম। কিছু টাকার দরকার? আর সেই টাকা সংগ্রহ করতে হ'লে আমার মেয়ের কাছে তোমার মাতামহদত্ত যে সম্পত্তির দলিল ক'খানা আছে—তা চাই, আর তার হাতের সইও চাই—কেমন?

প্রবোধ। [নিরুত্তর]

ঘনশ্যাম। সেগুলি আমি আজও পর্য্যন্ত তোমারই ভবিষ্যতের জন্য যত্ন ক'রে রেখে দিয়েছি বাবাজী! খোয়ানো খুব সোজা, শেষ কিন্তু আপ্‌শোষ রাখ্‌বার জায়গা থাক্‌বে না।

প্রবোধ। আমি তা খোয়াতে চাচ্ছি না। কিছু টাকা Lone ক'রে কয়লার Businessটাকে improve কর্‌বো স্থির করেছি।

ঘনশ্যাম। যে অবধি Improve করেছ বাবাজী, তার বেশী আর চেষ্টা ক'রো না। আমার কথাগুলো এখন খুব তেতো লাগ্‌ছে বটে, কিন্তু পরে ভারি মিঠে ব'লে মনে হবে বাবা!

প্রবোধ। আপনি ঠিক বুঝতে পাচ্ছেন না; আমার চল্‌তি Businessটা নষ্ট হ'য়ে যাচ্ছে।

ঘনশ্যাম। যাক্‌ না! তোমার পৈতৃক সম্পত্তি যা নষ্ট ক'রে ফেলেছ, তার তুলনায় তোমার কয়লার কারবার তো ধর্‌তে গেলে কিছুই নয়। তোমার মাতামহ ওই সম্পত্তিটুকু তোমার স্ত্রীর নামে দানপত্র ক'রে দিয়েছিলেন, আর আমি তাকে এখনও আগ্‌লে রেখেছি, তাই সেটা আজও আছে। আমি ভেবে রেখেছি বাবাজী, যদি কখনও তোমাকে সংশোধিত অবস্থায় ফিরে পাই, তখন ওই সম্পত্তি-টুকুকেই উপলক্ষ ক'রে, তোমাকে আবার দাঁড় করিয়ে দেবো। আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণ ক'রো না বাবা!

প্রবোধ। এ আপনার যথেষ্ট অন্যায়, আপনি অনধিকারচর্চ্চা কর্‌ছেন। আমার ভাল মন্দ আমি নিজে বোধ হয় ভালই বুঝি; আপনি আমার প্রস্তাবে তা হ'লে সম্মত নন্‌?

ঘনশ্যাম। "না" বলা ছাড়া আমার তো আর অন্য উপায় দেখ্‌ছি না! বাপের পয়সা তো তুমি সবই খুইয়েছ, মেয়ের গায়ে আমি যে অলঙ্কার-পত্র দিয়েছিলুম, তা পর্য্যন্ত তার অজ্ঞাতসারে নিয়ে গিয়ে উড়িয়ে দিয়েছ। তোমার শেষ সম্বল এই সম্পত্তিটুকুকে আমায় বাঁচিয়ে রাখ্‌তে দাও। বোঝ—চরিত্রকে এখনও সংশোধন কর বাবাজী! কমলা আমার সাক্ষাৎ কমলা, তার ভাগ্যেই একদিন তোমার উন্নতি হবে। তোমার ভাবনা ভেবেই মায়ের আমার সোনার অঙ্গ কালী হ'য়ে গেল!

প্রবোধ। আপনারা তবে ওই সম্পত্তি নিয়েই খুসী থাকুন, আপ-নার কন্যার সঙ্গে আমি জন্মের মত সম্বন্ধ পরিত্যাগ ক'রে চ'ল্লেম। আর কখনও যদি আপনাদের মুখদর্শন করি তো—

দলিলসহ কমলা আসিয়া প্রবোধের
পদতলে পতিত হইল।

বিমলা। ওকি! ওকি!

কমলা। দিদি! সম্পত্তি কি স্বামীর চেয়েও বড়? বাবা! দলিল উনি নিয়ে যান, সই ক'রে দিতেও আমি রাজী! [প্রবোধ দলিলগুলি কুড়াইয়া লইয়া চলিয়া গেল।] বাবা! মা আমার মৃত্যুশয্যায় শুয়ে শুয়ে আমাকে যা দিয়ে গেছেন, তা অমূল্য; তার তুলনায় এ সম্পত্তির কোনও মূল্য নাই।

বিমলা। কি দিয়ে গেছেন কমলা, মা তোকে কি দিয়ে গেছেন?

কমলা। মুক্তির মন্ত্র দিদি! নারীর মুক্তির মন্ত্র। সে মন্ত্র, শুধু স্বামীপুজা—স্বামীসেবা—সর্ব্বতোভাবে স্বামীর মনস্তুষ্টি সাধন করা। আমার ভাগ্যে যা ঘটে ঘটুক্, স্বামীকে আমি অসন্তুষ্ট করতে পারবো না।

[প্রস্থান।

বিমলা। ছিঃ-ছিঃ, কমলাটা এমন পাগ্‌লামী ক'রে বস্‌লো বাবা!

ঘনশ্যাম। এটাকে পাগ্‌লামী বলিস্‌নি বিমলা! ওই মহামন্ত্রে যিনি ওকে দীক্ষিতা ক'রে গেছেন, তিনি যে তোরও গর্ভধারিণী! এ কথা অন্যের বলা সাজ্‌তে পারে, কিন্তু তোর মুখে তা মোটেই শোভা পায় না মা!

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

কালীকান্তের বাটীর কক্ষ।

স্ত্রীবেশে মতিলাল ও দুই বাণ্ডিল
নোটহস্তে গৌরহরির প্রবেশ।

গৌরহরি। ম'তে! এই নে খুচ্‌রো দশ টাকার নোটের দুটো বাণ্ডিল; আমি জানি হাজার হাজার ক'রে বাঁধা আছে। খুব সাবধানে বেরিয়ে চ'লে যা। রাস্তায় গাড়ী Ready তো?

মতিলাল। Yes, Yes, You no fear কোনও ভয় নেই, আমি ঠিক্ ঠিকানায় পৌছে যাচ্ছি।

গৌরহরি। আমিও ঠিক্ সময়ে গিয়ে হাজির হ'চ্ছি। তুই আজ একটা Grand মাইফেলের বন্দোবস্ত কর্‌গে যা।

মতিলাল। যে আজ্ঞে; আপনি চারিদিকে একটু নজর রাখুন।

[প্রস্থান।

গৌরহরি। [স্বগত] বড় ভুল ক'রে ফেল্‌লুম। আরও কিছু টাকা বার ক'রে নিলে হ'তো। এমন সুবিধে কি আর টপ্ ক'রে মিল্‌বে!

নিস্তারিণীর প্রবেশ।

নিস্তারিণী। হ্যাঁ রে গৌরে, কে একটা মাগী যেন সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল দেখ্‌লুম! দু' তিনবার ডাক্‌লুম, সাড়া দিলে না—অন্ধকারে মিশিয়ে গেল, আর দেখ্‌তে পেলুম না। ভর্ সন্ধ্যাবেলা আমার গা-টা ছম্-ছম্ কর্‌ছে বাছা!

গৌরহরি। [ঊর্দ্ধনেত্রে কাঁপিতে কাঁপিতে বসিয়া পড়িল।]

নিস্তারিণী। ওকি বাবা! অমন কর্‌ছিস্ কেন গৌর?

গৌরহরি। [শুইয়া পড়িয়া গোঁ গোঁ করিতে লাগিল।]

নিস্তারিণী। গৌর! ও গৌর! তোর কি হ'লো বাবা?

গৌরহরি। ওই লালপেড়ে শাড়ী—এক কপাল সিঁন্দুরপরা—ওই যে, ওই যে হাত নেড়ে আমায় ডাক্‌ছে!

নিস্তারিণী। ও মাগো, বাছাকে যে পেত্নীতে পেয়েছে গো!

গৌরহরি। পানের পিচ্—আমার গায়ে পানের পিচ্—

নিস্তারিণী। ওগো! তুমি শীগ্‌গির এস গো! ছুটে এস গো!

সিন্দুকের চাবীহস্তে কালীকান্তের প্রবেশ।

কালীকান্ত। পেয়েছ? পেয়েছ? টাকাকড়ি কিছু বেটাচ্ছেলের কাছ থেকে পেয়েছ? নিশ্চয় আছে, ওর কাছেই আছে; বার কর্ হারামজাদা, জুতিয়ে আটা উড়িয়ে দেবো জানিস্?

নিস্তারিণী। ওমা, সে কি কথা গো! তোমাকে শুদ্ধ ভূতে পেলে না কি? টাকা? টাকা কিসের?

কালীকান্ত। তা হ'লে বামাল পাওয়া যায় নি? তবে "এস গো, শীগ্‌গির এসো গো" ক'রে বাড়ী মাথায় কর্‌ছিলে কেন? বেটাচ্ছেলে কি শয়তান গো! হ্যাঁ রে ও হারামজাদা, সিন্দুক থেকে কি বার করেছিস্? কোথায় রেখেছিস্ শীগ্‌গির বল, নইলে আজ তোকে খুন ক'রে ফেল্‌বো।

গৌরহরি। পানের পিচ্—আমার গায়ে পানের পিচ্—

কালীকান্ত। সিন্দুকের চাবিটা বালিশের নীচে রেখে, মাত্র দু'-মিনিটের জন্য মুখ হাত ধুতে গেছি, এর মধ্যেই সাফ্!

নিস্তারিণী। কে নিয়েছে? গৌর?

কালীকান্ত। নিশ্চয়! আমি দিব্বি ক'রে বল্‌তে পারি, এ আর কারও কাজ নয়; বাইরের চোর হ'লে সর্ব্বস্ব নিয়ে যেতো।

নিস্তারিণী। তোমার মতন হাড়-কিপ্পিনের পয়সা চোরে বাট-পাড়েই লুটে খাবে। আমার ছেলের নামে মিথ্যে বদ্‌নাম দিও না বল্‌ছি; বাছাকে আমার পেত্নীতে পেয়েছে। চোখখেকো! চোখের মাথা খেয়ে তার দুর্দ্দশাটা দেখ্‌ছো না?

কালীকান্ত। দুর্দ্দশার এখনও অনেক বাকী আছে গিন্নী, দেখে ফুরুতে পার্‌লে হয়। পেত্নীতে তো পেয়েইছে, নইলে আমার সিন্দুকে হাত পড়্‌বে কেন?

গৌরহরি। পানের পিচ্‌—আমার গায়ে পানের পিচ্‌—

কালীকান্ত। ও পেত্নী কি ক'রে ছাড়াতে হয়, তা আমি জানি। চাব্‌কে লাল ক'রে পেত্নী ছাড়াবো, দেখ্‌বে?

নিস্তারিণী। খবরদার বল্‌ছি, আমার বাছার গায়ে হাত দিলে আমি মাথা খুঁড়ে রক্তগঙ্গা কর্‌বো। শীগ্‌গির রোজা ডাক; আমি ছেলেকে নিয়ে গিয়ে বিছানায় শোওয়াই গে।

কালীকান্ত। দূর হ'য়ে যাও, মায়ে পোয়ে এখনই আমার বাড়ী থেকে দূর হ'য়ে যাও। যাই, এখন সিন্দুক খুলে সব গুণে-গেঁথে দেখিগে। লক্ষ্মীবার—ভর সন্ধ্যেবেলা—কি সর্ব্বনাশ!

[প্রস্থান।

নিস্তারিণী। ওঠ বাবা, ওঠ; চল—ঘরে গিয়ে শোবে চল।

[গৌরহরিকে লইয়া প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

কিরণের কক্ষ।

কিরণ ও পান্না।

কিরণ। তুই কি বলিস্ লো মনের কথা?

পান্না। আমারও ভাই ওই কথা। কাণা-খোঁড়া তো তবু ভাল লো, এ রকম ক'রে টাকায় ডুবিয়ে দিলে আমি গ'লে পড়া কুঠে রোগীকেও জায়গা দিতে পারি। বলি, বাবুই না হয় কাণা-খোঁড়া, তার টাকাগুলো তো আর কাণা-খোঁড়া নয়?

কিরণ। আমার আগেকার অবস্থা সবই তো তুই জানিস্? এই বাড়ী ঘর গহনাগাঁটী ঘরের জিনিষপত্র, ধর্‌তে গেলে সবই একরকম প্রবোধেরই পয়সায়; কিন্তু তার তো আর এখন তেমন কিছু নেই, তার যে মুড়ো ম'রে এসেছে।

পান্না। তবে যে সেদিন বল্‌লি, প্রবোধবাবুর দাদামহাশয় তার বৌয়ের নামে যে বিষয়-আশয় দিয়ে গিয়েছিল, সেগুলো এবার হাতিয়ে ফেলেছে?

কিরণ। সে আর কত টাকার সম্পত্তি! সেই বিষয় বাঁধা দিয়ে টাকা ধার কর্‌বার জন্য চেষ্টাই হ'চ্ছে শুন্‌ছি,—টাকা মিল্‌ছে কি?

পান্না। আজও কি সেই চেষ্টাতেই গেছে না কি?

কিরণ। তাই তো জানি; ব'লে গেছে, রাত্তির বারটার আগে ফির্‌তে পার্‌বে না।

পান্না। তা হ'লে আজ আবার সেই খোঁড়া চাঁদেরই উদয় হ'চ্ছে না কি?

কিরণ। রাত দশটা পর্য্যন্ত তো নিশ্চয়ই!

পান্না। প্রবোধবাবু তার ভেতর এসে পড়্‌বে না তো?

কিরণ। এসে পড়ে,—দু'দিন পরে যা বল্‌তুম, আজই তাই ব'লে দেবো। এখনও হাতে রেখেছি, কয়লার কারবার থেকে এখনও টাকা পাচ্ছি; আবার এই বিষয়টা বাঁধা দিতে পার্‌লে, মান্‌তাসা গড়িয়ে দেবে বলেছে।

মতিলালের প্রবেশ।

মতিলাল। কিরণ বিবি! আরে Who you,—পান্নাজান? আমাদের মাইফেলে তোমায় engage; gratis not বাবা! গৌরবাবু money give টাকা ছাড়্‌বে। আজ তোমার নাচ আমরা দেখ্‌বোই।

পান্না। তা বেশ তো; সে তো আমার সৌভাগ্য। বাবু কৈ?

মতিলাল। ঠিক্ timeএ come, এসে পড়্‌লো ব'লে। [মদ্যাদি বাহির করিয়া সাজাইয়া ফেলিল।]

পান্না। আমি চল্লুম্ ভাই মনের কথা, তোর বাবু এলে ডাকিস্।

[প্রস্থান।

মতিলাল। শোন ভাই, আমার এ কাপ্তেনটীর কাছ থেকে তো many money অনেকগুলি টাকা পেলে, আজও মন্দ পাবে না; কিন্তু আমার ব্যবস্থা তো nothing not কিচ্ছু!

কিরণ। তোমার ব্যবস্থা বেশ উত্তম মধ্যমই হবে হে!

মতিলাল। No ইয়ারকি মাইরি! I bring এই কাপ্তেন, হিসেব মতন আমার many broker অনেক দালালী পাওনা হয়।

কিরণ। বলি ছোক্‌রা, ইসারা বোঝ না? তুমি এত বদ্‌রসিক মতিবাবু?

মতিলাল। ও রকম eye-star, ঢং ক'রে চোখ ছুঁড়ে মারা আমি many many see, ওতে আমি নেই বিবি! আমার চাই cash broker নগ্‌দা দালালী! নইলে আমার সাফ্ কথা, কাপ্তেন ভেস্তে দেবো।

কিরণ। তাই হবে গো—তাই হবে; তুমি যাতে খুসী, আমি তাতেই রাজী। হয়েছে তো? [স্বগত] কাপ্তেন ভ্যাস্তাতে হবে না, তোমাকেই ভ্যাস্তাবার ব্যবস্থা আমি আজই কর্‌ছি।

গৌরহরির প্রবেশ।

গৌরহরি। চালাও, স্ফুর্ত্তি চালাও মেরিজান! ম'তে, সব ঠিক্?

মতিলাল। Yes, all right, এইবার ডাক না বিবি, আমাদের পান্নাজানটিকে।

কিরণ। মনের কথা!

পান্না। [নেপথ্যে] যাচ্ছি ভাই!

পান্নার প্রবেশ।

[পান্না আসিয়া বসিলে স্ফূর্ত্তি আরম্ভ হইল।]

গৌরহরি। মেরিজান! তুমিই মহড়া গেয়ে আসরটা জমিয়ে দাও।

কিরণ।—

গীত।

তোমার ওই গুল্‌বদনের হাসি।
আজ আমার মনের মাঝে ফুটিয়ে দেছে
রঙ্গিন আলোর রাশি॥

আঁখি তোমার যাদু জানে,
বুক্ বিঁধেছে নজ্‌রা-বাণে,
কি কথা কইলে কানে বাজ্‌লো মোহন বাঁশী ;
শুনে তো সাধ মেটেনি আবার বল "ভালবাসি" ॥

কিরণ। মনের কথার নাচ দেখ্‌বে না মতিবাবু ?

মতিলাল। Yes, yes, dance, ঝুম্-ঝুম্-ঝুম্-ঝুম্ !

পান্না।—

গীত।

মন কেড়ে নে' ছল ক'রো না, কাছে এস মাথা খাও।
প্রাণে প্রাণ মিশিয়ে দিয়ে প্রাণ খুলে কথা কও ॥
সাগর ছেঁচে রতন পেয়েছি,
যতন ক'রে রাখ্‌বো বুকে মনে করেছি,
সে সাধে বাদ সেধো না হাসি মুখে ফিরে চাও ॥

গৌরহরি। ম'তে ! ফুরিয়ে এলো যে !

মতিলাল। I bring বাবু, এলুম ব'লে।

[প্রস্থান।

কিরণ। [গৌরকে মদ্যপান করাইয়া] দেখ বাবু ! বন্ধু-বান্ধবের নামে লাগানো-ভাঙ্গানো আমি ভালবাসি না ; কিন্তু এ বড় অসহ্য, আমি না ব'লে থাক্‌তে পার্‌ছি না।

গৌরহরি। কি কথা ? কি অসহ্য হয়েছে ? বল—বল ?

কিরণ। থাক্‌গে, তোমাদের আমে দুধে এক হবে, আমি আঁটি—গড়াগড়ি খেয়েই মর্‌বো। মেয়েমানুষ আগে, না বন্ধু আগে !

গৌরহরি। বন্ধু ? বন্ধু কোন্ শালা ?

কিরণ। কেন ? তোমার মতিলাল গো !

গৌরহরি। সে শালা আমার জুতোঝাড়া মোসাহেব; আমি লাখোপতির ছেলে,—ওই শালা ভিখিরী আমার বন্ধু? কি করেছে সে শালা?

কিরণ। না বাবু, তুমি ঠাণ্ডা হও, নইলে আমি বল্‌বো না।

গৌরহরি। No, আমি এখনই শুন্‌তে চাই।

কিরণ। কিন্তু আমার ঘরে তুমি তাকে কিছু বল্‌তে পাবে না ভাই! লোকটাকে তুমি খুব বিশ্বাস কর, না? ক'রো না। তোমার এই মেয়েমানুষটীর ওপর তার লোভ হয়েছে। মা গো, কি ঘেন্না! আজ একেবারে স্পষ্টাপষ্টি ব'লে ফেল্লে।

গৌরহরি। বটে! সে শালাকে খুন ক'রে ফেল্‌বো।

মদ লইয়া মত্তাবস্থায় মতিলালের প্রবেশ।

মতিলাল। কি হ'লো? কোন্ শালা আবার কি কর্‌লে?

গৌরহরি। তুমি শালা—শালার ঘরের শালা—আজ তোর জান্ খাবো শালা!

[গৌরহরি কিরণের বাধা না মানিয়া মতিলালের গলা টিপিয়া খুন করিল, পান্না কাঁপিতে লাগিল।]

কিরণ। কি কর্‌লে বাবু? এ যে আর নড়ে না!

গৌরহরি। চোপ্‌রাও! আমার খুন চেপেছে। দেখ্‌ছো সোডার বোতল! যে শালী আমার সাম্‌নে আস্‌বে, তাকেই খুন কর্‌বো।

[বেগে প্রস্থান।

পান্না। চেঁচাই? কি বলিস্?

কিরণ। চুপ্! এখনই বোতল ছুঁড়্‌বে।

পান্না। ওলো—ওই ত্থাখ্, মোটরে উঠে পালালো।

কিরণ। নম্বর দেখ্‌লি ?

পান্না। আমি কি ছাই নম্বর চিনি ! তবে ওখানা ট্যাক্সি। এখন উপায় ? এ খুন যে এখন ঘাড়ে চাপে। আমার হাত পা কাঁপ্‌ছে !

কিরণ। বিপদের সময় ব্যস্ত হ'স্‌নি ; চুপ্‌ ক'রে গিয়ে সিঁড়ির দরজাটা বন্ধ ক'রে দিয়ে আয়। [পান্না চলিয়া গেলে কিরণ বোতল গ্লাস ইত্যাদি সরাইয়া ঘর পরিষ্কার করিয়া ফেলিল।]

পান্নার পুনঃ প্রবেশ।

কিরণ। আয়, এই চাদরখানা ভাঁজ ক'রে লাসটাকে গুটিয়ে বালিশের মতন করি—[তথাকরণ।] চল্‌, এইবার সিঁড়ির দরজা খুলে রেখে যে যার ঘরে চ'লে আসি।

[উভয়ের প্রস্থান।

প্রবোধ ও অবিনাশের সহিত কিরণের পুনঃ প্রবেশ।

কিরণ। আহা ! তোমার সুখী দেহে অত কষ্ট সহ্য হবে কেন ? টাকা টাকা ক'রে ঘুরে ঘুরে ক'দিনে তোমার শরীর যে আধখানা হ'য়ে গেল ! ব'সো বাবু ব'সো—ঠাণ্ডা হও।

অবিনাশ। বিবেচনা কর, বাবু বেশ আনন্দ কর্‌তে কর্‌তেই আস্‌ছেন ; এখনও বিবেচনা কর, ছু' পাঁইট মজুত—[মদ্য বাহির করিয়া রাখিল।]

কিরণ। [প্রবোধের কানে কানে] ইনি কে বাবু ?

প্রবোধ। দালাল ; এই ভদ্রলোকের দ্বারাই আমার কাজ হবে। সব ঠিক্‌, সপ্তাহের মধ্যেই টাকা পাবো। বেশ my dear লোক, তোমার গান শোনাতে নিয়ে এলুম।

কিরণ। বটে? মশায়! নমস্কার।

অবিনাশ। বিবেচনা করুন, নমস্কার!

[মদ্যপান চলিতে লাগিল ও কিরণ গাহিল।]

গীত।

বাতাস আমায় এমন ক'রে দোলাস্ কেন বল্।
হিয়ার প'রে ভোম্‌রা বঁধু হবে সে চঞ্চল॥
ফুটেছি তারই তরে ধ'রে আছি প্রাণ,
বুকভরা এ মধু শুধু তারে দেবো দান,
উড়ে গেলে ফির্‌বে না আর ভাঙ্গবে কে তার মান;
নিরাশ ক'রে ফিরিয়ে তারে নাই তো কোনও ফল॥

নেপথ্যে উপেন্দ্র। প্রবোধবাবুর একবার দর্শন পাই?

সন্দেশের চ্যাংঙ্গারিহস্তে উপেন্দ্রের প্রবেশ।

প্রবোধ। কে ও, উপেন দা? উপেন দা! তুমি যে এখানে কোনও দিন আস্‌বে, তা যে আমি মোটেই বিশ্বাস করিনি!

উপেন্দ্র। কেন বল দেখি? ঢুলিরা কি পায়েস খেলে মারা যায় না কি? চলুক্—চলুক্—স্ফূর্ত্তি চলুক্। [উপবেশন]

প্রবোধ। মাস দুই আগে এরই সঙ্গে বেলুড়ে আমার দেখা হয়—এর কথাই আমি তোমাকে বলেছিলুম কিরণ!

কিরণ। বটে? নমস্কার!

উপেন্দ্র। হে প্রবোধ ভায়ার সহ-অধর্ম্মিণী! আমারও নমস্কার।

কিরণ। [স্বগত] ও মা! মিন্সে কেগো? [মদ লইয়া] আস্‌তে আজ্ঞা হোক্।

উপেন্দ্র। বাধিত হ'লুম! হে সুবচনি! তোমার মধুর বচন-সুধাতেই আমি পরিতৃপ্ত। হে কলির উর্ব্বশী! খেয়ে অমর হবার

ওই স্বর্গীয় সুধা তোমার দেবতাদের দলকেই দাও; আমি মরণের সুখ থেকে বঞ্চিত হ'তে চাই না, বুঝ্‌লে?

কিরণ। বুঝেছি, আপনি খুব রসিক; দয়া ক'রে হাতখানি বাড়ান না!

উপেন্দ্র। রাম কহ; হাত পাগুলো ক্রমশঃ পেটের ভেতর ঢোক্‌বার চেষ্টা কর্‌ছে।

অবিনাশ। বিবেচনা কর, মেয়েমানুষের অপমান কর্‌বেন না।

উপেন্দ্র। ধাতে না সইলে করি কি বলুন?

অবিনাশ। বিবেচনা কর—

উপেন্দ্র। আজ্ঞে অনেকক্ষণ করেছি।

অবিনাশ। বিবেচনা কর—ভদ্রলোক আপনি; বিবেচনা কর—এমন স্ফুর্ত্তির সময়—বিবেচনা—

উপেন্দ্র। মশায়ের সঙ্গে বস্তা বস্তা বিবেচনা থাকা সত্ত্বেও এখানে এলেন কি ব'লে?

প্রবোধ। ওকে আপনারা জানেন না, উনি একটী বদ্ধ বেরসিক। [ক্রমশঃ নেশায় জ্ঞান হারাইবার উপক্রম হইল।]

উপেন্দ্র। প্রবোধ! ভাই! আমার একটা সুসংবাদ তোকে দিতে এসেছি শোন্! চাকরীর চেষ্টা একবারে ভুলে গিয়ে তোর সেই দশটা টাকায় পানের দোকান খুলে বসেছি; তা থেকেই আজ আমি স্ত্রী পুত্র কন্যা নিয়ে কতকটা স্বচ্ছন্দে দিন কাটাতে পাচ্ছি। নে ভাই তোর সেই টাকা, আর আমার আনন্দের ডালি এই সন্দেশ ক'টী খেয়ে আমার ছেলে পুলেকে আশীর্ব্বাদ কর।

প্রবোধ। Thank you! মনে প'ড়েছে ভাই, ফেরৎ নেবো ব'লে আমি Promise করেছিলুম বটে! [ক্রমশঃ শুইয়া পড়িল।]

অবিনাশ। বিবেচনা কর, তুমি তা হ'লে পানওয়ালা। ছ্যাঃ-ছ্যাঃ! বিবেচনা কর, তুমি তা হ'লে আমাদের সঙ্গে তো বস্‌তেই পার না। বিবেচনা কর, তুমি আমাদের সঙ্গে গেলাস ধর্‌বে কি? ছ্যাঃ-ছ্যাঃ! বিবেচনা কর, তুমি পানওয়ালা—

উপেন্দ্র। আজ্ঞে হ্যাঁ! অধীন বিবেচনা করুন, পানওয়ালা! আর বিবেচনা করুন, এই পান বিক্রী করাটা আমি আমার পরম সৌভাগ্য ব'লে মনে করি; কারণ, আমি কারও হুকুমের চাকর নই। দু'-গেলাস মদের লোভে, রাস্তার কুকুরের মত দু'-টুক্‌রো মাংসের আশায় বেশ্যাদের দরজায় দরজায় মোসাহেবী ক'রে বেড়াই না।

নেপথ্যে পান্না। মনের কথা!

কিরণ। যাই ভাই! [প্রস্থান।

অবিনাশ। বিবেচনা কর প্রবোধবাবু, আপনি আপনার এই পানওয়ালা বন্ধুটীকে নিয়েই আমোদ-আহ্লাদ করুন, আমি বিবেচনা কর—চল্লুম। কাল বিবেচনা কর, এটর্নির অফিসে আপনার সঙ্গে দেখা হবে।

[প্রস্থান।

উপেন্দ্র। ইনি তো উত্থানশক্তিরহিত দেখ্‌ছি। চল্লুম প্রবোধ, Good night হে! [সহসা বাধা পাইয়া লাসটীর উপর পড়িয়া গেলে তাহার আবরণ উন্মুক্ত হইয়া গেল।] একি! এ যে একটা বিভীষিকা! একে নিশ্চয় কেউ খুন করেছে! [দ্বার খুলিতে গিয়া দেখিল যে তাহা বাহির হইতে রুদ্ধ হইয়াছে।] কি সর্ব্বনাশ! দোর বন্ধ যে! এ খুন তো তা হ'লে ঘাড়ে চাপে দেখ্‌ছি। প্রবোধ! প্রবোধ! You dam fool!

প্রবোধ। [জড়িতস্বরে] কিরণ—আমার প্রাণের কিরণ—

উপেন্দ্র। My god! এ তো একেবারে Senseless! এখন উপায়? এইখান থেকে লাফ দিয়ে পাশের গলিতে পড়্‌তে পার্‌লে বোধ হয় এ যাত্রা রক্ষা পাওয়া যায়। প্রবোধ! প্রবোধ! না— অসম্ভব, এ Senseless মাতালটাকে নিয়ে পালানো অসম্ভব! আমি একাই পালাই ; নিজে বাঁচ্‌তে পার্‌লে বরং একেও বাঁচাবার চেষ্টা করতে পার্‌বো। [খড়খড়ি হইতে লম্ফ প্রদান।]

প্রবোধ। Dear! My darling!

ইন্সপেক্টর, জমাদার, পাহারাওয়ালাসহ
কিরণ ও পান্নার প্রবেশ।

ইন্সপেক্টর। এই লাস?

কিরণ। আজ্ঞে হ্যাঁ ইন্সপেক্টরবাবু!

ইন্সপেক্টর। যে খুন হয়েছে, সে কে?

কিরণ। আমার ওই বাবুরই বন্ধু!

ইন্সপেক্টর। থানায় ফোন করেছিলে কে?

কিরণ। আজ্ঞে পাশের বাড়ী থেকে আমিই ফোন করেছি।

ইন্সপেক্টর। খুনী আসামী দু'জন বলেছিলে যে?

পান্না। ওই বাবুর সঙ্গে আরও একজন ছিল, সে খড়্‌খড়ি ডিঙ্গিয়ে পালিয়েছে বাবু! আমি আমার ঘর থেকে ধুপ্‌-ধাপ্‌ শব্দ পেয়েছি।

ইন্সপেক্টর। জমাদার! এ বদ্‌মাসকো উঠায়কে হাতকড়ি লাগাও, লে চলো থানামে ; লাস ভেজো হাঁসপাতাল।

জমাদার। যো হুকুম সাব্‌! [সেলাম]

[সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

রাস্তা।

গীতকণ্ঠে বৈষ্ণব ও বৈষ্ণবীর প্রবেশ।

উভয়ে।—

গীত।

নামের তরি বাইছে হরি
  ন'দের প্রেমের দরিয়ায়।
কে পাপী তাপী পারে যাবি
  আয় রে ছুটে আয়॥
রাইকিশোরীর মান ভাঙ্গাতে
  ব্রজমোহন শ্যাম,
অষ্ট সখী সাক্ষী রেখে
  দাসখতেতে লিখলে নাম;
"রাধে! তোমার প্রেমের ঋণ শুধিব,
তোমার হেমবরণে অঙ্গ ঢেকে
  দ্বারে দ্বারে নাম বিলাবো,
কাঙ্গালবেশে জীব তরাবো
  লুটবে ধরা তোমার পায়;"
রাধার প্রেমের ঋণে কালা
  গৌরবেশে ওই যে যায়॥

[উভয়ের প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য।

কালীকান্তের বাটীর কক্ষ।

গৌরহরির প্রবেশ।

গৌর। [স্বগত] পনের দিন কেটে গেল, মা কালীর দয়ায় কোনও গোলমাল নেই, কিন্তু মনের ধোঁকা তো সর্‌ছে না বাবা! দোহাই মা কালীঘাটের কালী, এ যাত্রা বাঁচিয়ে দিও মা! আমি জোড়া পাঁঠা বলি দিয়ে তোমার পুজো দেবো।

এক বাটি দুগ্ধ লইয়া নিস্তারিণীর প্রবেশ।

নিস্তারিণী। নাও বাবা, গরম দুধটুকু খাও। এই দেখ দেখি, কেমন সোনার চাঁদ ছেলে হয়েছ! বদ্‌ছেলেদের সঙ্গে মেশ' না, বাড়ীর বার হ'য়ো না।

গৌরহরি। [দুধ খাইতে খাইতে স্বগত] বাড়ীর বাইরে যে বেরোবার ভরসা নেই মা জননী, নইলে কি বাপের সুপুত্তুরটী হ'য়ে বাড়ীতে ব'সে থাকি!

নিস্তারিণী। এই রকম লক্ষ্মী সোনাটী হ'য়ে বাড়ীতে থাক, আমার কথা শোন, দেখ্‌বে সকলে তোমায় ভালবাস্‌বে। আমি ঘটকী লাগিয়েছি, রূপে গুণে লক্ষ্মী-ঠাক্‌রুণের মত একটী ক'নেরও সন্ধান পেয়েছি। সাম্‌নের মাসেই—

কালীকান্তের প্রবেশ।

কালীকান্ত। তাদের বাড়ীর ছাঁদ্‌নাতলায় ঝপাং ক'রে শব্দ হবে।

নিস্তারিণী। সে আবার কি গো?

কালীকান্ত। মেয়েটা যখন জলে পড়্‌বে, তখন ঝপাং ক'রে একটা শব্দ হবে বৈ কি! গিন্নী, নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ ক'রো না। তোমার ও সুবচনীর খোঁড়া হাঁসকে দিয়ে পরের মেয়েটাকে জবাই করিও না।

নিস্তারিণী। কথার ছিরি দেখ! অনামুখো মিন্সের গা জ্বালানো কথা শুন্‌লে মাথা-মুড় খুঁড়ে মর্‌তে ইচ্ছে করে। ছেলের দোষ না দেখে তুমি জল খাও না! গৌর আমার পনের দিন বাড়ীর বার হয় নি—

কালীকান্ত। গৌরের বাপ যে তার টাকার সিন্দুকে কড়া পাহারা দিচ্ছে; ছেলের ট্যাক্‌টা একবার ভর্ত্তি ক'রে দিয়ে দেখ না!

গৌরহরি। না বাবা, তুমি বিশ্বাস কর, আমি খুব ভাল ছেলে হয়েছি।

কালীকান্ত। তা দেখ্‌ছি আর বুঝ্‌ছি, টাকা-কড়ি আদায় কর্‌বার এটাও একটা নতুন ফন্দী! বিশ্বাস কর্‌বো তোমায়? বেটা কাণা খোঁড়া একগুণ বাড়া।

নেপথ্যে মিঃ লাহিড়ী। জমাদার! দুনো সিপাইকো দেউড়ী পর রাখো, কৌঠিমে কোই নেই ভাগে।

গৌরহরি। এই রে বাবা! আমি এখন লুকুই কোথা? বাবা! বল্‌বে আমি বাড়ীতে নেই।

[প্রস্থান।

নেপথ্যে মিঃ লাহিড়ী। মেয়েরা স'রে যাবেন, আমরা অন্দরে যাচ্ছি।

বন্ধনাবস্থায় কিরণ ও পান্নাকে লইয়া একজন কনষ্টেবল, মিঃ লাহিড়ী ও উপেন্দ্রের প্রবেশ।

মিঃ লাহিড়ী। গৌরহরি কার নাম? চুপ্ ক'রে থাক্‌লে চল্‌বে না, বলুন?

নিস্তারিণী। [অবগুণ্ঠনবতী হইয়া দূর হইতে] বল না, সে বাড়ীতে নেই।

কালীকান্ত। তাই বলি। গৌর আমার ছেলে, তা—সে তো বাড়ীতে নাই। তাকে খুঁজ্‌ছেন কেন?

মিঃ লাহিড়ী। এই বেশ্যাদের বাড়ীতে আপনার গুণধর পুত্র একটী লোককে খুন করেছেন, আমরা তাকে arrest কর্‌তে এসেছি।

নিস্তারিণী। মিথ্যা কথা; গৌর আমার মোটেই বাড়ীর বার হয় না। বলে কি গো! খুন—খুন! আমার খোঁড়া ভাঙ্গড়ো ছেলে, সে মানুষ খুন কর্‌বে কি?

[প্রস্থান।

কালীকান্ত। কি সর্ব্বনাশ!

মিঃ লাহিড়ী। আপনার খোঁড়া ছেলেটী বড় সাফ স'রেছিল, আর এই জাঁহাবাজ মেয়েমানুষ দু'টীও সেই খুন এক নির্দ্দোষী বেচারীর ঘাড়ে চাপিয়েছিল, কিন্তু কেউই Governmentএর detective departmentএর চোখে ধূলো দিতে পারেনি। আমি একজন C. I. D. officer, আমি এই caseএর কিনারা করেছি। এখন ভালয় ভালয় ছেলেটীকে বার ক'রে দিন, নইলে আসামীকে লুকিয়ে রাখার জন্য আমরা আপনাদের স্বামী স্ত্রী দু'জনকেই হাতকড়ি পরাতে বাধ্য হবো।

গৌরহরির হস্তে হ্যাণ্ডকাফ্ ও কোমরে দড়ি বাঁধিয়া একজন কন্‌ষ্টেবল ও জমাদারের প্রবেশ।

গৌরহরি। বাবা গো! ও বাবা! দেখ না, এরা মিছি-মিছি আমাকে ধ'রে নিয়ে যাচ্ছে!

মিঃ লাহিড়ী। কি গো বাছারা, এই বাবুটীকে সনাক্ত করবে কি?

পান্না। কি বল্‌ছেন, বুঝ্‌তে পারছি নি।

মিঃ লাহিড়ী। জমাদার! চাবুক নিকালো, ইন্‌লোককো আচ্ছা কর্‌কে সম্‌জায় দেও।

কিরণ। এই লোক কি না, তাই জিজ্ঞাসা করছেন তো? হ্যাঁ, এই গৌরবাবুই খুন করেছিল।

মিঃ লাহিড়ী। That's all right. জমাদার! আসামী সব্‌কো থানামে লে চলো।

গৌরহরি। বাবা! ও বাবা! আমি যে গেলুম গো!

[গৌর, কিরণ ও পান্নাকে লইয়া জমাদার ও কনষ্টেবলদ্বয়ের প্রস্থান।

উপেন্দ্র। মিঃ লাহিড়ী! জগদীশ্বর আপনাকে দীর্ঘজীবী করুন। এই Caseএর তদ্বির ক'রে আপনি এক সতী সাধ্বীর আন্তরিক আশীর্ব্বাদ অর্জ্জন করলেন, যার ফলে আপনার উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। প্রবোধের স্ত্রী, স্বামীর arrestএর খবর পেয়ে অবধি ঘন-ঘন মূর্চ্ছা যাচ্ছেন, অনাহারে তাঁর প্রাণ কণ্ঠাগত; স্বামীকে বেকসুর খালাস দেখে যাবার জন্যই বোধ হয় এখনও তাঁর প্রাণটুকু ধুক্-ধুক্ করছে।

মিঃ লাহিড়ী। আমার ছুটির দরখাস্ত মঞ্জুর হ'য়েই ছিল, আর দু'টো দিন বাদে গেলে আপনি আর আমায় পেতেন না; আমি

কাশ্মীর চ'লে যেতুম। আপনি আমার দাদার Class friend, কাজেই আপনার অনুরোধ এড়াতে পার্‌লুম না। এই Caseটায় হাত দিয়ে আমার পাওয়া ছুটিটা নষ্ট করতে হ'লো।

কালীকান্ত। এখন আমি কি করি, বলুন দেখি? জামীন হ'য়ে ছেলেকে খালাস ক'রে নিয়ে আস্‌বো?

মিঃ লাহিড়ী। Murder caseএর জামীন নাই।

[মিঃ লাহিড়ী ও উপেন্দ্রের প্রস্থান।

কালীকান্ত। হা ভগবান! আমি ধনে-প্রাণে গেলুম।

[প্রস্থান।

অষ্টম দৃশ্য।

বেলুড়—ঘনশ্যামের কক্ষ।

কমলা ও বিমলা।

কমলা। আমি তো কখনও কারও মন্দ ক'রিনি দিদি! কি পাপে আমার এই শাস্তি? যেখানে যে ভাবেই থাকুন, তিনি বেঁচে আছেন, এইটুকুই যে আমার সান্ত্বনা—এইটুকুই যে আমার আশার আলো।

বিমলা। তুই অত উথলা হ'স্‌নি বোন্! আমার মন বল্‌ছে, প্রবোধবাবু খালাস পাবে। তার যত দোষই থাক্, সে যে খুনে ডাকাত নয়, এটা আমাদের ধ্রুব বিশ্বাস।

কমলা। মিথ্যে বল্‌লে আমার মাথা খাবে দিদি! সত্যি কথা বল না? তাঁর বন্ধু উপেনবাবু কাল বাবাকে যে খবর দিয়ে গেছেন, তাতে তাঁর বাঁচবার আশা কি?

বিমলা। যথেষ্ট আছে। এই দারুণ বিপদের দিনে জগদীশ্বরের করুণার দান তার বন্ধু উপেনবাবু। প্রবোধবাবুকে খালাস কর্‌বার জন্য ভদ্রলোক জীবন পণ ক'রে ঘুর্‌ছেন। তাঁর পরিচিত কে এক-জন গোয়েন্দাবাবুকে তিনি হাত করেছেন, তাঁর সাহায্যে আসল আসামী নিশ্চয়ই ধরা পড়্‌বে।

কমলা। বাবা কোথায় দিদি?

বিমলা। ভোরে উঠেই উপেনবাবুর সঙ্গে দেখা কর্‌তে ক'ল্‌কাতায় ছুটেছেন। তাঁর কি আর আহার নিদ্রা আছে বোন?

নেপথ্যে ঘনশ্যাম। মা মঙ্গলচণ্ডী মুখ তুলে চেয়েছেন। এ বিপদ থেকে মুক্তি পাবো, তা আর আমার মনে ছিল না।

বিমলা। আঃ—বাঁচলুম! চল্‌—চল্‌, প্রবোধবাবু খালাস হ'য়ে এসেছে। [উভয়ের প্রস্থান।

ঘনশ্যাম, প্রবোধ ও উপেন্দ্রের প্রবেশ।

প্রবোধ। কোনও চিঠি লিখে আমার বাড়ীতে এ দুর্ঘটনার খবর পাঠানো হয়েছিল কি?

উপেন্দ্র। না, তোমার বৃদ্ধা মা-ঠাকরুণটীকে উদ্ব্যস্ত করাটা আমরা মোটেই ভাল বিবেচনা করিনি।

প্রবোধ। এই কাজটা না ক'রে খুব ভাল করেছ। তুমি আমার প্রকৃত বন্ধু উপেন দা! তোমার ঋণ আমি জীবনে শোধ কর্‌তে পার্‌বো না।

উপেন্দ্র। এ সব কাজগুলো বন্ধুতেই তো ক'রে থাকে দাদা! বন্ধু-বান্ধব তবে কিসের জন্য?

ঘনশ্যাম। অনেকের অনেক বন্ধু দেখেছি বাবাজী! কিন্তু তোমার মত বন্ধু আমি আমার জীবনে এই প্রথম দেখ্‌লুম। যাক্ প্রবোধ, তুমি স্নান কর্‌বার ব্যবস্থা কর। এস বাবা উপেন, গরীবের বাড়ীতে দুটী শাকান্ন না খেয়ে আজ আর তোমার যাওয়া হবে না।

প্রবোধ। তাই কর উপেন দা, আজ এইখানেই আহারাদি ক'রে যাও।

উপেন্দ্র। আমাদের পাঁচজনকে যা আপ্যায়িত কর্‌বার, তা তো সেই আদালত থেকে বেরিয়ে ইস্তক কর্‌ছিস্, কিন্তু এখানে এসেই তোর প্রথম কর্ত্তব্য যা ছিল, তা তো কৈ এখনও কর্‌লি না! এই দুর্ঘটনার সংবাদ শুনে অবধি তোর স্ত্রীর কি অবস্থা হয়েছে জানিস্? যা—যা, তাঁর কাছে ক্ষমা ভিক্ষা চা' গে যা। আমি প্রকৃতপক্ষে পরম আপ্যায়িত হবো তখন, যখন তুই তোর সাধ্বী স্ত্রীর প্রীতি লাভ ক'রে এসে আমার সাম্‌নে স্বীকার কর্‌বি যে তুই নরক থেকে উদ্ধার হ'য়ে এসে স্বর্গে স্থান পেয়েছিস্। চলুন মশায়, আপনার নিমন্ত্রণ আমি সানন্দে গ্রহণ কর্‌লুম।

ঘনশ্যাম। এস বাবাজী!

[উপেন্দ্রের সহিত প্রস্থান।

কমলার প্রবেশ।

[কমলা আসিয়া প্রবোধকে প্রণাম করিল; প্রবোধ যখন তাহাকে হাত ধরিয়া তুলিল, তখন কমলা তাহার বক্ষলগ্না হইয়া কাঁদিতে লাগিল।]

প্রবোধ। তুমি আমায় ক্ষমা কর কমলা! আমি জানি, আমি মহাপাপী, তোমার ক্ষমা চাইবারও অযোগ্য। দেবী তুমি, তাই শত হেনস্তাতেও আমার প্রতি তোমার শ্রদ্ধা আজও অটুট।

কমলা। এই তো আমার নারী-জীবনের মুক্তির মন্ত্র!

প্রবোধ। এ শুধু তোমার জীবনের মুক্তির মন্ত্র নয় কমলা, আমার মত পশুহৃদয় স্বামীরও মহাপাপের "মুক্তির মন্ত্র"।

যবনিকা।